যায়যায়দিন

তারিখ 26 JAN 2009
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

ইবি অচল : ভিসি প্রো-ভিসি প্রক্টর নেই

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ভিসি নেই, প্রো-ভিসি নেই, প্রক্টর নেই। একাডেমিক প্রশাসনিক কার্যক্রমে চেইন অফ কমান্ড নেই। ক্লাস হচ্ছে না ঠিকমতো। একাডেমিক কমিটির মিটিং না হওয়ায় বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারছে না। প্রথম বর্ষের ভর্তি কার্যক্রম চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। ভিসি অফিসে ফাইলের স্তূপ জমা পড়ে আছে। দশ হাজার ছাত্রছাত্রীর জীবনে নেমে এসেছে চরম হতাশা। সব ক্ষেত্রেই এখন চরম স্থবিরতা। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা এভাবেই চলছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য দ্রুত একজন ভিসি নিয়োগ দেয়া দরকার বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ভিসি অফিস সূত্রে জানা গেছে, সংসদ নির্বাচনের পনেরদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ফয়েজ মোহাম্মাদ সিরাজুল হক ক্যাম্পাস থেকে ঢাকায় চলে যান। এরপর তিনি আর ক্যাম্পাসে ফিরে আসেননি। ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত ছুটিতে থাকলেও ১৫ জানুয়ারি মেয়াদ শেষের দুই বছর বাকি থাকতে তিনি পদত্যাগ করেন। ফলে এই দীর্ঘ সময় ক্যাম্পাসে ভিসি না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্ট এবং স্ট্যাটিউটে প্রো-ভিসি নিয়োগের বিধান থাকলেও প্রতিষ্ঠার পর থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোনো প্রো-ভিসি নিয়োগ দেয়া হয়নি। আবার সরকার পরিবর্তনের কারণে বিএনপিপন্থী শিক্ষক প্রফেসর ড. মতিনুর রহমান ৩ জানুয়ারি প্রক্টরের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এদিকে তিন দফা দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার সমিতির এক মাস ধরে আন্দোলন চলছে। তারা প্রায় বিশ দিন ধরে লাগাতার কর্মবিরতি পালন করছেন। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের চেইন অফ কমান্ড সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। কোনো অফিসেই কোনো কাজ হচ্ছে না। শিক্ষক-কর্মকর্তারা সকাল সাড়ে ৯টার গাড়িতে ক্যাম্পাসে এসে ১২টার গাড়িতে বাসায় ফিরে যাচ্ছেন।

রেজিস্ট্রারের অফিস সূত্রে জানা গেছে, চার মাস আগে একটি একাডেমিক কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। তারপর আর কোনো একাডেমিক কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়নি। এ দীর্ঘ সময়ে কোনো একাডেমিক কমিটির মিটিং না হওয়ায় বিভিন্ন বিভাগে ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষার কমিটি গঠন করা হলেও তা পাস হচ্ছে না। এ ব্যাপারে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মাদ আলী বলেন, যে সব পরীক্ষার সমস্যা আছে তা এসিতে ছাড়া পাস হয় না। সে পরীক্ষাগুলো নেয়া হচ্ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার বাংলা বিভাগের (সুপারনিউমারারি) প্রফেসর ড. এ এস এম আনোয়ারুল করিম ভারপ্রাপ্ত ভিসির দায়িত্ব পালন করলেও ক্ষমতাসীন দলের শিক্ষকরা তাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সই করতে দিচ্ছে না বলে ভিসি অফিস সূত্রে জানা গেছে। তবে ভারপ্রাপ্ত ভিসি এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। প্রথম বর্ষ ভর্তি কমিটির সভাপতি ভিসি। কিন্তু ভিসি না থাকায় ভর্তি কার্যক্রম চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। সরেজমিন দেখা গেছে, ভাইস চ্যান্সেলরের কার্যালয়ে ফাইলের স্তূপ পড়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের এসব ফাইল সই না হওয়ায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম।

এদিকে প্রক্টর পদত্যাগ করায় আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর বেশ কয়েক জায়গায় ভেঙে গেছে। ক্যাম্পাস অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া সরকার পরিবর্তনের কারণে ছাত্র সংগঠনের মাঝে সব সময় উত্তেজনা বিরাজ করছে। ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের অবাধ পদচারণা ঘটছে। এ অবস্থায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে চরম আতঙ্কে। এদিকে বেড়ে যাচ্ছে সেশনজট। বেড়ে যাচ্ছে চাকরি প্রার্থীদের সংখ্যা। কমে যাচ্ছে সরকারি চাকরির বয়স। এ অবস্থায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ হাজার ছাত্রছাত্রীর প্রতিটি দিন কাটছে চরম হতাশার মাঝে। তাদের এ অবস্থা থেকে উত্তরণে দরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যোগ্য একজন শিক্ষককে ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে তাদের একান্ত দাবি অতিসত্বর এ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন একাডেমিশিয়ান শিক্ষককে ভিসি হিসেবে নিয়োগের। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. এ এস এম আনোয়ারুল করিম বলেন, এ সমস্যার দ্রুত সমাধান হওয়া উচিত।